SKBU JOURNAL OF PHILOSOPHY
PEER REVIEWED

বৌদ্ধাচার্য অসঙ্গের দর্শনে বোধিসত্ত্বদের শিক্ষণীয় বিষয়

Gita Rani Jana

সারসংক্ষেপ

সমস্ত দর্শন সম্প্রদায়ের উপদেশের দুটি দিক আছে একটি চিত্তশুদ্ধি ও চারিত্রিক শুদ্ধতার দিক, আর অন্যটি দর্শনের দিক। মূলতঃ দর্শনের দিকেই মতান্তর। ভারতীয় দর্শনের অন্তর্ভুক্ত বৌদ্ধদর্শন ও এর ব্যতিক্রম নয়। অন্য দর্শন সম্প্রদায়ের মত এখানে চরিত্র ও চিত্তশুদ্ধির ওপর প্রাথমিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পালিসাহিত্যের জাতক নিদান গ্রন্থে, চরিয়া পিটক, অবদানশতক ইত্যাদি গ্রন্থে আমরা বোধিসত্ত্বের আদর্শের মূল স্রোত খুঁজে পাই। বিভিন্ন সূত্রগুলি বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মাহাত্ম্য বর্ণনায় নিবদ্ধ। বুদ্ধত্ব লাভের জন্য যত্নবান সত্ত্বকে বোধিসত্ত্ব বলা হয়। সুতরাং বোধি বা বুদ্ধত্বের জন্য যে সত্ত্ব, অর্থাৎ যিনি ভবিষ্যতে বুদ্ধত্ব লাভ করবেন; তিনিই বোধিসত্ত্ব।

বৌদ্ধাচার্য অসঙ্গও তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে বোধিসত্ত্বদের গুণকীর্তন করেছেন। আর তিনি বোধিসত্ত্বদের শিক্ষণীয় বিষয়ে আলোচনা করার সময় শুধুই যে বোধিসত্ত্বদের জ্ঞানের আলোচনা করেছেন তা নয়, অসঙ্গ তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে বোধিসত্ত্বদের সঙ্গে সঙ্গে জগতের সাধারণ মানুষের জ্ঞানের আলোচনাও করেছেন। কারণ অসঙ্গের লক্ষ্য হল কিভাবে একজন সাধারণ মানুষও ক্রমাগত অনুশীলনের দ্বারা অসাধারণ সত্তায় পরিণত হতে পারে তার দিকে দৃষ্টিপাত করানো। তাই তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে বোধিসত্ত্বদের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষের জ্ঞানের আলোচনা করেছেন। তাছাড়া বোধিসত্ত্বদের যে উচ্চ পর্যায়ের জ্ঞান সেই জ্ঞানকে সাধারণ মানুষের বোধগম্য করানোর জন্য সাধারণ মানুষের জ্ঞানের মতোই উপস্থাপিত করতে হবে। তা না হলে সেই জ্ঞানের প্রতি তথা বুদ্ধ বচনের প্রতি সাধারণ মানুষের কোন আকাঙ্ক্ষা থাকবে না। ফলে বুদ্ধবচনও রক্ষিত হবে না। আর একজন বোধিসত্ত্বের মূল লক্ষ্যই হল বুদ্ধ বচন রক্ষা করা।